ছবি: পিটার কাটন

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন

পরিকল্পনা এবং অর্থায়ন

পটভূমি: বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত

উচ্চ জনঘনত্বসম্পন্ন, অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিকভাবে দুর্বল, মানব সম্পদে অপেক্ষাকৃত কম সক্ষম ও বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট আর্থসামাজিক সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত দেশগুলো মারাত্মক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এটা সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, মানুষের বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের অস্তিত্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হুমকির সম্মুখীন। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০০৭-২০০৮ অনুযায়ী, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শুরু হয় তা ঘটার আগেই এবং এর প্রভাব রয়ে যায় কয়েক দশক ধরে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পূর্বপ্রস্তুতি নিতে পারে না। যখন দুর্যোগ আরম্ভ হয় তখন তারা নিঃস্ব হয়ে যায় এবং দুর্যোগ পরবর্তী তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটাতে ও বেঁচে থাকার তাগিদে তারা নিজেদের সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য হয়, যার দীর্ঘমেয়াদী ফলস্বরূপ রোগব্যাধী ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়ে অপচয় হয় মানব সম্পদের ।

বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দক্ষিণ এশীয় দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সমূহের উপর আলোকপাত করতে গেলে কিছু প্রাকৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হবে, সেগুলো হল :

- বাংলাদেশ একটি নিচু পাললিক সমভূমি, যা হিমালয় থেকে নেমে আসা কয়েকটি নদী অববাহিকায় অবস্থিত। এর দক্ষিণ অংশ বঙ্গোপসাগরে উন্মুক্ত।
- এটি পৃথিবীর সবচেয়ে নতুন এবং সক্রিয় পাললিক সমভূমি, যেখানে এখনও ভূমি গঠন প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।
- পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত এলাকা, ভারতের চেরাপুঞ্জি বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত। এ বৃষ্টিপাতের পানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।
- বাংলাদেশের আয়তন (১,৪৭,৫০০ বর্গ কিলোমিটার) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা ব-দ্বীপের মোট আয়তনের শতকরা মাত্র ৭ ভাগ হলেও এ এলাকা দিয়ে এই তিনটি নদীর পানি প্রবাহের প্রায় শতকরা ৯৩ ভাগই প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে।
- বাংলাদেশ পৃথিবীর ২৪১টি দেশের মধ্যে ষষ্ঠ জনবহুল দেশ, যার শতকরা ৩৫ ভাগের বেশি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে এবং যেখানে প্রতিবছর চাষযোগ্য জমির পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ হারে হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশ আকারে ছোট হলেও অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। কৃষি ও প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে ৩০টি ভিন্ন কৃষি-প্রতিবেশ অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। ফলশ্রুতিতে, প্রকৃতি এবং মানুষের ওপর বৈশ্বিক উষ্ণতাজনিত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অভিঘাতের প্রকৃতি ভিন্ন কৃষি-প্রতিবেশ অঞ্চলে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রধান অভিঘাত হল :

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের পুনঃপৌনিক সংঘটনের হার বেড়ে যাওয়া।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার ফলে জলোচ্ছ্বাসের বাড়তি তীব্রতা এবং উচ্চতা, ঘন ঘন উপকূলীয় বন্যা ও জলাবদ্ধতা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বাড়তি লবণাক্ততা।
- বন্যা, পাহাড়ি ঢলে আকস্মিক বন্যা এবং নদী ভাঙ্গনের তীব্রতা ও বিস্তার বৃদ্ধি পাওয়া ।
- অনাবৃষ্টি এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে খরা প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া।
- ঋতুগত পরিবর্তনে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাওয়া ।

জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক অভিঘাতে জীবিকার ক্ষতি এবং বহির্মুখী অভিবাসনের চিত্র

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ঘটনা	জীবিকার ক্ষতি (প্রতিবছরে সংখ্যা)	বহির্মুখী অভিবাসন (প্রতিবছরে সংখ্যা)	সংঘটনের হার
নদী ও উপকূলীয় ভাঙ্গন	৫০,০০০-২০০,০০০	৬০,০০০	বার্ষিক
লবণাক্ততা	১২০,০০০	১০,০০০-১৫,০০০	বার্ষিক
জলোচ্ছ্বাস এবং উত্তাল সমুদ্র	৩০০,০০০-৪০০,০০০	১০০,০০০-১২০,০০০	প্রতি ৩-৫ বছরে
জলাবদ্ধতা	৩৫০,০০০	৩০,০০০	বার্ষিক

সূত্রঃ আহ্সান উদ্দিন আহমেদ এবং শরমিন্দ নীলোর্মি; সিজিসি এবং সিএসআরএল; নভেম্বর ২০০৮ ।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে জীবন-জীবিকার ক্ষতি এবং জোরপূর্বক স্থানচ্যুতির যে চিত্র পাওয়া গেছে তা রীতিমত ভীতিকর। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়, গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের প্রচারাভিযান (সিএসআরএল)-এর একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের চরের মঙ্গা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ কী করছে ?

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত বিশাল এবং এই অভিঘাত মোকাবেলায় প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা অপ্রতুল, কিন্তু তারপরেও থেমে নেই জীবনের প্রবাহ। ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশ চমৎকারভাবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক আলোচনায় তাদের ভূমিকা রেখে এসেছে। তারপরেও, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ তার বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করছে কি-না তা নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও বিতর্ক রয়েই গেছে।

বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক সকল গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী দলিলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলো রাখা হয়েছে:

- **রূপকল্প ২০২১ :** রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করে ১৪ দলীয় মহাজোট ক্ষমতায় এসেছিল; যাতে বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীকে লক্ষ্য রেখে কিছু নীতি প্রস্তাবনা রাখা হয়, যা সকল জাতীয় নীতিমালাকে একটি রাজনৈতিক নির্দেশনা দেয়। রূপকল্প ২০২১ এ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বলা আছে যে, 'বাংলাদেশকে রক্ষা করার নিমিত্তে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে বাঁচতে পরিকল্পিতভাবে বিদেশে স্থানান্তরসহ সকল রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

- **প্রেক্ষিত পরিকল্পনা :** বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বিশ্বব্যাংকের নির্দেশিত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র বাতিল করেছে; একই সাথে একটি 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০১১ : রূপকল্প ২০২১ কে বাস্তবরূপ প্রদান' প্রণয়ন করেছে; যা অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ২০১০ সালের মার্চ মাসে পাঠানো হয়। 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা'কে সমন্বিত ও সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার একটি নকশাও বলা যায়। এতে একদিকে যেমন জলবায়ু পরিবর্তনকে বিভিন্ন সামগ্রিক এবং খাতভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের সময় বিবেচনা করা হয়েছে; তেমনি অপরদিকে এখানে 'জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার উপায়সমূহ' প্রস্তাব করা হয়েছে।

- **ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা :** 'বাংলাদেশ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫ অর্থবছর'-এ কৌশলগত নির্দেশনা এবং নীতি কাঠামোসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুতকরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য খাতভিত্তিক কৌশল, কর্মসূচি এবং নীতিমালা রয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখিত সময়ের জন্য উন্নয়নের মানদণ্ড, লক্ষ্য এবং প্রয়োগকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

- **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি), ২০০৯ :** 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ২০০৯' জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল দলিল। এখানে ছয়টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র রয়েছে। প্রায়োগিকভাবে এটি সরকারের প্রায় সকল মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করে এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পূর্ণ শক্তির 'জলবায়ু পরিবর্তন অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

- **অন্যান্য নীতি দলিল :** সাম্প্রতিককালে পুনর্মূল্যায়িত সকল জাতীয় খাতভিত্তিক নীতি দলিল হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত মোকাবেলা বিষয়ে নির্দেশনা রাখা হচ্ছে।

- **সংবিধান :** সর্বশেষ কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে 'জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ'-এর উপরে সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের সুপারিশ অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনকে পরোক্ষভাবে হলেও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনে গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি 'ভাগ খ : জাতীয় নীতিমালার প্রাথমিক মূলনীতি'-তে নিচের ধারাটি সংযুক্ত করেন : "১৮ ক. জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষা এবং উন্নয়ন : রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশসংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জলাভূমি, বন বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।"। এই সংযোজনের পেছনে 'গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান' একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

সম্ভবত অন্যান্য অনেক স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে এরূপ নীতিমালা তৈরি ও গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রগামী; যদিও এ নীতিমালাগুলোর প্রক্রিয়াগত ও বিষয়গত অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক আলোচনার জন্য নীতিগত অবস্থান তৈরির সাথে সাথে সরকার বিসিসিএসএপি-র ছয়টি মূল ভিত্তির অধীনে নির্ধারিত ৪৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুইটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা গ্রহন করেছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় প্রথম পাঁচ বছরে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ দুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কিছু বিদ্যমান প্রথাগত ব্যবস্থা রয়েছে।

- **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) :** বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) প্রণয়ন করার পর বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে এ পর্যন্ত ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ৬৬ শতাংশ অর্থ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) বাস্তবায়নে এবং বাকি ৩৪ শতাংশ অর্থ জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় এবং বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নে বাড়তি মূলধন জোগাতে 'স্থায়ী আমানত' হিসেবে রাখা হয়েছে। উল্লেখিত ৬৬ শতাংশ টাকার ১০ শতাংশ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে এবং বাকি টাকা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে খরচ করা হচ্ছে।

- **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলতা তহবিল (বিসিসিআরএফ) :** যুক্তরাজ্যের ডিএফআইডি (ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট)-সহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় 'মাল্টি ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড (এমডিটিএফ)' গঠনের প্রচেষ্টা করে; যাতে সিএসআরএল আপত্তি জানিয়ে একটি স্বাধীন, রাষ্ট্রীয় ও স্বায়ত্তশাসিত জলবায়ু পরিবর্তন কর্তৃপক্ষ স্থাপনের প্রস্তাব করে। ২০১০ সালের মে মাসে উন্নয়ন সহযোগীরা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (বিডিএফ)-এ 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলতা তহবিল (বিসিসিআরএফ)' তৈরিতে সম্মত হয় যা বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। তবে বিশ্বব্যাংক 'জিম্মাদার' হিসেবে বিসিসিআরএফ বাস্তবায়নে সহায়তা করছে যা পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের হাতে ছেড়ে দেবার লক্ষ্য রয়েছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিসিসিআরএফ এর আওতায় যুক্তরাজ্য, ইউরোপিয়ো ইউনিয়ন, ডেনমার্ক, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে প্রায় ১৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা পেয়েছে এবং আরো ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । ওই টাকার ৯০ শতাংশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং বাকি ১০ শতাংশ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন এনজিও'র উদ্যোগ বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হবে।

- **বহুপাক্ষিক তহবিল :** বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন বহুপাক্ষিক উৎস থেকে অর্থ সহায়তা পেয়ে থাকে, যেমন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জন্য ইউএনএফসিসিসি'র (ইউনাইটেড নেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) আওতাধীন এলডিসিএফ (লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি ফান্ড)-এর ক্ষুদ্র অনুদান, বিশ্বব্যাংকের ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড থেকে স্ট্র্যাটেজিক ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম-এর আওতায় পরীক্ষামূলক সহনশীলতা কর্মসূচির জন্য ঋণ ও অনুদান, জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থার (ইউএনডিপি) ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির জন্য বহুপাক্ষিক অনুদান, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ঋণ; অভিযোজন তহবিলের সম্ভাব্য অনুদান ইত্যাদি। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ো উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থার সাথে বেশ কিছু উদ্যোগ রয়েছে।

- **দ্বি-পাক্ষিক তহবিল :** উন্নয়ন সহযোগীরা বাংলাদেশে নানা রকম কর্মসূচি গ্রহণ করে; যেগুলো তাদের জাতীয় নীতি অনুযায়ী পরিচালিত। ইউএসএইড-এর সর্ববৃহৎ উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের কর্মসূচি অন্যতম, যাতে তাদের বছরে প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়। দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীরা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (বিডিএফ) এবং নিজ নিজ স্থানীয় পরামর্শক দলের অধীনে সংগঠিত।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন দ্বিপাক্ষিক সংস্থার সহায়তা পাচ্ছে এবং নিজেদের সক্ষমতা ব্যবহার করে ও স্থানীয় জনগণের নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা কাজে লাগিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কৃষি-প্রতিবেশ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় নানা উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

মূল প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

যদিও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অন্যতম, তারপরেও এখন পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নেওয়া উদ্যোগগুলো সত্যিই আশাব্যঞ্জক। বহুপাক্ষিক আলোচনায় এবং অভিযোজনের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশ এবং ছোট দ্বীপরাষ্ট্রগুলো বংলাদেশের অভিজ্ঞতাকে উদাহরণ হিসেবে নিতে পারে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশকে আরও অধিক জলবায়ু সহনশীল দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে হলে নিচে বর্ণিত প্রতিবন্ধকতা এবং সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে :

- জাতীয় সংবিধান সংশোধনের সুপারিশ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অন্যান্য সকল জাতীয় নীতিমালা এবং পরিকল্পনার দলিলপত্র দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারা প্রভাবিত আমলা ও পরামর্শকদের দিয়ে প্রস্তুত করানো হয়। এসব জাতীয় নীতিমালা এবং পরিকল্পনার দলিল তৈরির সময় সাধারণ জনগণ বা সুশীল ও রাজনৈতিক-সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করা হয়নি এবং আলোচনার জন্য জাতীয় সংসদ সদস্যদের কাছে দেওয়া হয়নি বা তাদের অনুমোদন নেওয়াও হয়নি। সরকারকে অবশ্যই স্থানীয় জনগণ, সুশীল সমাজ এবং রাজনৈতিক সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে নীতিমালা ও পরিকল্পনাপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

- বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সম্পর্কিত কর্মসূচি ও প্রকল্পে অর্থায়নের অনেক পথ রয়েছে। যদিও সুশীলসমাজ মূলত 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলতা তহবিল' এবং 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' এর ওপর জোর দিচ্ছে, বেশিরভাগ দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অর্থায়নে পরিচালিত কর্মসূচি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ ছাড়াই চলছে। ২০০৮ সাল থেকে সিএসআরএল একটি স্বাধীন রাষ্ট্রীয় ও স্বায়ত্বশাসিত জলবায়ু পরিবর্তন কর্তৃপক্ষ স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছে যার মাধ্যমে একটি অভিন্ন জাতীয় কৌশল পরিকল্পনার অধীনে কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়ন, তহবিল বণ্টন ও অর্থ হস্তান্তর, কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা হবে। একটি অভিন্ন জাতীয় কৌশল পরিকল্পনা প্রণীত না হলে কখনোই নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সামঞ্জস্য আসবে না।

- বাংলাদেশ সরকারের উচিত, এ পর্যন্ত গৃহীত সকল নীতিমালা, পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার এবং কৌশলের প্রয়োগ নিশ্চিত করা যা 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি)' বাস্তবায়নকালে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। উন্নয়ন সহযোগীদের দিক থেকে বাংলাদেশে তাদের নিজস্ব কর্মসূচি ও প্রকল্প হাতে নেবার সময় বাংলাদেশের বিদ্যমান নীতিমালা, পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার এবং কৌশলের প্রতি সম্মান রেখে কর্মসূচি প্রণয়ন করা বাঞ্চনীয়। এছাড়াও উন্নয়ন সহযোগীদের অবশ্যই দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক উপায়ে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া উচিত।

ছবি: পিটার কাটন

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক
সহযোগিতায় কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত

"ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সহযোগিতা"

সামগ্রিক উদ্দেশ্য

দক্ষিণ এশিয়ায় দরিদ্রবান্ধব জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনে ভূমিকা পালন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, নেপাল ও সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের বেসরকারি ভূমিকা পালনকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

চূড়ান্ত অংশগ্রহণকারী

নেপাল ও বাংলাদেশ এবং ব্যাপকার্থে দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী।

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল

(ক) টেকসই উন্নয়নের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এবং এ সংক্রান্ত জাতীয়, আঞ্চলিক কৌশল ও নীতিমালা সম্পর্কে বেসরকারি ভূমিকা পালনকারী ও সামাজিক পর্যায়ে ধারণা ও সচেতনতা সৃষ্টি হবে, (খ) জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অধিপরামর্শ ও প্রচারাভিযান চালানো সম্পর্কে বেসরকারি ভূমিকা পালনকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, (গ) দক্ষিণ এশিয়ার অভ্যন্তরে এবং দক্ষিণ এশীয় ও ইউরোপীয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে, (ঘ) নাগরিক সমাজের নেটওয়ার্কগুলোর সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে মূল নীতি নির্ধারক ও অন্যান্য অংশিভাগীদের নিবিড় সম্পর্ক ও আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

অক্সফ্যাম ও অক্সফ্যাম নেতৃত্বাধীন জোট সিএসআরএল কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে

যোগাযোগ:
অক্সফ্যাম
বাড়ি ৪, সড়ক ৩, ব্লক-আই, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮ ০২ ৮৮১৩৬০৭-৯, ৮৮২৪৪৪০
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৮১৭৪০২
www.oxfam.org.uk

এই প্রকাশনাটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত
প্রকাশিত মতামতের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অক্সফ্যাম একমত নাও হতে পারে
প্রকাশিত ছবির স্বত্ব স্ব স্ব সংগঠন ও ব্যক্তির।

সংকলন: নুজহাত ইমাম ও আতিকুর রহমান, অক্সফ্যাম